178

তারিখ ..0 1.NOV .1998
পৃঃ ৪ কলাম 7

দৈনিক সংবাদ

কুমুদিনী কলেজে নৈরাজ্য

টাঙ্গাইলের অদূরে অবস্থিত কুমুদিনী কলেজ সম্পর্কে চমকে উঠার মতো তিনটি খবর পাওয়া গেল। এক, উপাধ্যক্ষসহ চারজন শিক্ষককে একযোগে বদলি ও 'স্ট্যান্ড রিলিজ'। দুই, গত বুধবার কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা তিন ঘন্টা ধরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু সড়ক অবরোধ। তিন, ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ।

ঐতিহ্যবাহী কুমুদিনী কলেজ এখন 'সরকারি মহিলা কলেজ'। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মোতাবেক কলেজটি চলে, শিক্ষকদের নিয়োগ-বদলিও। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের 'যেখানে খুশি' বদলি করার অধিকার ও ক্ষমতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আছে। কাজটা করতে হয় 'জনস্বার্থে', এক্ষেত্রে শিক্ষার স্বার্থে। কিন্তু কুমুদিনী কলেজের চার শিক্ষকের বদলি কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

কুমুদিনী কলেজে কর্মরত একজনকে বদলি করা হয়েছে নরসিংদীতে, আরেকজন মহিলা শিক্ষককে কক্সবাজার, দু'জন শিক্ষকের একজনকে রাঙ্গামাটি, আরেকজনকে খাগড়াছড়ি। সরকারি কর্মকর্তা মহলে একটা কথা চালু আছে, কথামত না চললে খাগড়াছড়িতে। বশংবদ বানানোর জন্য নাকি এসব হুমকি দেয়া হয়ে থাকে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের ব্যাপারে এ ধরনের বদলি কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু কুমুদিনী কলেজের চার শিক্ষকের বদলি ও স্ট্যান্ড রিলিজের আদেশ যে সন্দেহজনক তার একটা প্রমাণ ছাত্রীদের প্রতিবাদ। এটা যদি কোন ধরনের 'পিউনিটিভ' বা শাস্তিমূলক বদলি হয়ে থাকে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিনাবিচারে এ ধরনের 'শাস্তি' যদি দেয়া হয়ে থাকে তা প্রশাসনের স্বচ্ছতার পরিচয় নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা চারজন শিক্ষকের পক্ষে বিপক্ষে নিশ্চিত করে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের উদ্বেগ কুমুদিনী কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে। কলেজের শিক্ষক কে হবেন বা থাকবেন, তা ছাত্রছাত্রীদের বিচার করার কথা নয়। কিন্তু কুমুদিনী কলেজের ছাত্রীরা ব্যাপারটিতে জড়িয়ে পড়ে রাস্তায় নামলেন। সড়ক অবরোধের মতো কাজটাও করা হলো। ক্ষতিটা হলো মহাসড়কের যাত্রীদের। ছাত্রীদের হোস্টেল ছেড়ে যেতে হলো এবং এক সপ্তাহ পড়াশুনা শিকেয় উঠল। ৪ঠা নভেম্বরের পর কি হবে, তা জানার কোন উপায় এখনও নেই। আপাতদৃষ্টিতে বিতর্ক, বিরোধ হলো শিক্ষক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে: কিন্তু খেসারত দেবে শেষ পর্যন্ত ছাত্রীরা। নিয়োগ-বদলি নিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের খেলারই শিকার কি ঐতিহ্যবাহী কুমুদিনী কলেজ? বিষয়টি হাল্কা করে দেখার উপায় নেই।

দেশের নামিদামি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সবটাতেই সরকারিকরণের পর শিক্ষাদানের মান নিচে নেমে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিমোট কন্ট্রোল এবং অধিদপ্তরের দুর্নীতি এ সবের অন্যতম কারণ। 'সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজে'ও কি তাই হচ্ছে! এ ব্যাপারে একটা তদন্তের দাবি করে কি লাভ হবে? শিক্ষা কর্মকর্তারাই তো কাজটা করবেন। তবে একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এবং কোন প্রতিকারের সদিচ্ছার খবর পেলে কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা আশ্বস্ত হবেন। সেখানে নৈরাজ্য চলছে, দিয়া কিছুতে ঠিক হবে না।